**কলকাতার উচ্চ আদালতে**

**সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার**

**আপিল সাইড**

**সামনে:**

**মাননীয় বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য**

**ডব্লিউ পিএ ২০১৯ সালের ১০০০৫**

**রাকেশ পুরাণিক ও অন্যান্য।**

**বনাম**

**কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্য।**

পিটিশনকারীদের জন্য : শ্রী অনিন্দ্য কুমার মিত্র, এল ডি. প্রাক্তন কৌঁসুলি।

শ্রী জয়দীপ কর, এল ডি বরিষ্ঠ কৌঁসুলি।

শ্রী সৈকত ব্যানার্জী,

শ্রী দেবদীপ সিনহা,

শ্রী করণ প্রসাদ ...উকিল

সি. আই. এল এর জন্য : শ্রী অরুণাভ ঘোষ, এল ডি. বরিষ্ঠ কৌঁসুলি।

শ্রী পুষ্পল চক্রবর্তী,

শ্রী প্রদীপ্ত বোস,

শ্রী নীলঙ্কন ব্যানার্জী . . .উকিল

সংরক্ষিত : ০৩.১০.২০২৩

উপর রায় : ২১.১২.২০২৩

বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য:-

১. রিট আবেদনকারীরা উক্ত অফিস আদেশের অনুচ্ছেদ-৫ সরিয়ে রেখে আবেদনকারীকে ১৩.০২.২০১৯ তারিখের অফিস আদেশের সুবিধা প্রসারিত করার জন্য বিবাদী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়ে একটি আদেশ জারি করার জন্য প্রার্থনা করেছেন। আবেদনকারীরা দাবি করেছেন যে তারা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং এর বিভিন্ন সংস্থায় যোগদান করেছেন।

২. আবেদনকারীরা দাবি করেছেন যে তারা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং এর বিভিন্ন সহায়ক সংস্থায় যোগদান করেছেন ১৯৮১ এবং ১৯৯৩ সালের মধ্যে এবং ২০১০ সাল পর্যন্ত কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলির অ- নির্বাহী কর্মচারী ছিল। যেহেতু সেইখেনে বিলম্ব ছিল কর্মচারীদের পদন্নতিতে টি এবং এস এর গ মানের থেকে টি এবং এস এর মান ক পর্যন্ত এবং এর ফলে, টি এবং এস, এর মান ক-১, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড তার ২৫৫ তম সাক্ষাতে যা হয়েছিল ১৭.০৫.২০১০ এ স্থির হয়েছিল এই ধরনের সমস্ত অ-নির্বাহী উন্নত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কর্মচারী যারা ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে টি এবং এস মান ক/ক১ এ স্থবির ছিল মান ঙ-১ নির্বাহী বিভাগে।

৩. আবেদনকারীরা নির্ধারিত ঘোষণাপত্রে তাদের সম্মতি দিয়েছেন নির্ধারিত ঘোষণাপত্রে পদোন্নতির গ্রহনের মানে ঙ-১ এবং আবেদনকারীরা মান ঙ-১ হিসেবে

নির্বাহী ক্যাডারের অধীনে কর্মচারী হিসেবে। নির্বাহী ক্যাডার পদে পদোন্নতির আবেদনকারীদের মনোনীত করা হয়েছে অধস্তন প্রকৌশলী। তাদের ভিত্তিতে আবেদনকারীদের জ্যেষ্ঠতা দেওয়া হয় ঙ-১ ক্যাডারে যোগদানের নিজ নিজ তারিখে।

৪. কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড ৩১.০৫.২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত তার ২৫৭ তম বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ঙ-১ ক্যাডারে ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে স্থির হবে। ২২.০৩.২০১২ তারিখে আরও একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়েছিল কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের কথা ৩০.০১.২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত তার ২৭৭ তম সভায় নেওয়া হয়েছিল যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে সকল শাখার ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়োগ মান ই-২ এ হবে প্রথম বছরে এবং সফল হওয়ার পরে তাদের মান ই-৩ তে রাখা হবে এক বছরের প্রশিক্ষণ সমাপ্তিতে।

৫. আবেদনকারীদের অভিযোগ,যে অফিস আদেশ বাস্তবায়নের তারিখ ২২.০৩.২০১২ মান ই-১ তে কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে জুনিয়র বাবস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে যারা পরে মান ই-১ শ্রেণি-১ ক্যাডারে যোগদান করেন আবেদনকারীদের উচ্চ সুবিধা এবং অন্যান্য পরিষেবা দিয়ে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল সুবিধাগুলি ই-২ মানে এবং তারপরে ই-৩ মানে রাখা হয়েছিল যেখানে আবেদনকারীরা ক্যাডারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হয়েও বিলাপ করতে থাকেন ফিডার পোস্ট।

৬. আবেদনকারীরা আরও দাবি করেন, একটি রায় ও আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ২২.১২.২০১৭ তারিখ রবীন্দ্র শ্যাম রাও ওয়াধাই এবং অন্যান্য বনাম কয়লা ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্য, (২০১৮) ২ সি এইছ্ এন ২৩৫ রিপোর্ট করা হয়েছে, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড ১৩.০২.২০১৯ তারিখে অফিস আদেশ জারি করেছে যা বিবেচিত সুবিধা সম্প্রসারিত করেছে অফিস আদেশ ২২.০৩.২০১২ তারিখের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থীদের মঞ্জুর করা হয়েছে বিভাগীয় প্রার্থীদের যারা নির্বাচিত/উন্নীত/ অ-নির্বাহী থেকে নির্বাহী ক্যাডারে ওয়েলফেয়ার অফিসার (শিক্ষানবী) পদে নিয়োগের জন্য ঙ-১ মানে ০১.০১.২০০৭ তারিখে বা তার পরে। আবেদনকারীরা হলেন, তবে, ১৩.০২.২০১৯ তারিখের উল্লিখিত অফিস আদেশের সুবিধা থেকে বঞ্চিত উল্লিখিত অফিস আদেশের অনুচ্ছেদ ৫ এর পরিপ্রেক্ষিতে।

৭. অভিযোগ করা হচ্ছে যে ১৩.০২.২০১৯ তারিখের উল্লিখিত অফিস আদেশ একটি শ্রেণীর মধ্যে একটি শ্রেণি তৈরি করেছে যা ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ এর নীতির সম্পূর্ণ লঙ্ঘন, আবেদনকারীরা এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।

৮. কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড একটি হলফনামা দাখিল করে উক্ত রিট পিটিশনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল-বিরোধী দল বিশেষভাবে রিটে থাকা উপাদানের অভিযোগ অস্বীকার করে। আবেদন ওই হলফনামায় বিশেষভাবে বলা হয়েছে, আবেদনকারীদের অ-নির্বাহী থেকে নির্বাহী ক্যাডারে উন্নীত করা হয়েছে ই-২ মানে আরও পদোন্নতির জন্য একটি শর্ত নিয়ে, ঙ-১ এ থাকা কর্মচারীদেরও শর্ত পূরণ করতে হবে যে নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার জন্য কমন কয়লা ক্যাডারে নির্ধারিত লিখিত পরীক্ষা এবং অন্যান্য যোগ্যদের সাথে সাক্ষাত্কারের যোগ্যতা অর্জন করা প্রার্থী। আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাও বলা হয়েছে ওই হলফনামায় ২২.১২.২০১৭ তারিখে কলকাতার মাননীয় হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত বাবস্থাপনার সুবিধা যা প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রহণ করা হয়েছিল ২২.০৩.২০১২ তারিখের অফিস আদেশ বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য বাড়ানো হয়েছে যারা অ-নির্বাহী থেকে নির্বাহী ক্যাডার পদে নির্বাচিত হয়েছেন ০১.০১.২০০৭ তারিখে বা তার পরে ঙ-১ মানে কল্যাণ কর্মকর্তা (শিক্ষানবীশ) যারা কমন কয়লা ক্যাডারে নির্বাচিত হয়েছেন নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী, অর্থাৎ, লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাত্কারে উপস্থিত হওয়ার পরে। উল্লেখিত হলফনামায় বিশেষভাবে দাবি করা হয়েছে যে, কিছু অ-নির্বাহী যেসব কর্মচারীকে উন্নীত করা হয়েছে এবং নির্বাহী ক্যাডারে ঙ-১ মানে রাখা হয়েছে ২২.১২.২০১০ তারিখের একই অফিস আদেশের মাধ্যমে পরবর্তীতে এর বিরুদ্ধে আবেদন করা হয় এর মাধ্যমে প্রচার/নির্বাচনের জন্য জারি করা বিজ্ঞাপন বিভাগীয় কোটা বা সরাসরি নিয়োগ এবং লিখিত যোগ্যতার পর পরীক্ষা এবং কর্মজীবনের জন্য উল্লিখিত অন্যান্য যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করা সাধারণ কয়লা ক্যাডারে বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ই-২ মানে উন্নীত করা হয়। উত্তরদাতা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড সেই অনুযায়ী রিট খারিজ করার জন্য আবেদন করেছিল।

৯. শ্রী অনিন্দ কুমার মিত্র, বরিষ্ঠ কৌঁসুলি মিস্টার কর দ্বারা সহায়তাকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে ই-১ মানে কর্মচারীদের সরাসরি বিভিন্ন উৎস থেকে নিয়ে আসা হয়েছে যথা বিভাগীয় কর্মচারীদের এবং সরাসরি নিয়গকারিদের। নিয়োগ মধ্যে আবেদনকারীরা হলেন অধস্তন প্রকৌশলী এবং কল্যাণ কর্মকর্তা উভয়েই প্রাথমিকভাবে অ-নির্বাহী ক্যাডারের অন্তর্গত এবং পরবর্তীকালে তাদের উন্নীত করা হয় ই-১ মানে। এটা মিস্টার মিত্রের আরও বিতর্ক যে ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থী যারা বেশিরভাগই পরবর্তীতে ঙ-১ মানে নিয়োগ পেয়েছিলেন আবেদনকারীদের নিয়োগের পরে এবং উল্লিখিত কল্যাণ কর্মকর্তাদের আরও ই-২ মানে উন্নীত করা হয়েছে এবং পরে ই-৩ মানে উন্নীত করা হয়েছে কোনো বিভাগীয় পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন ছাড়াই এক বছরের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর। সে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপকে বিরোধ করে আরও জমা করেছে ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থীদের ই-২ এবং ই-৩ মানে উন্নীত করা যদিও তারা আবেদনকারী এবং কল্যাণ কর্মকর্তার কনিষ্ঠ ছিল, কল্যাণ অফিসাররা এই আদালতের দ্বারস্থ হন এবং মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের রবীন্দ্র শ্যাম রাওয়ের ওয়াধাই (সুপ্রা) মামলায় ২২.১২.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ বলেছেন যে ই-১ ক্যাডারের সকল কর্মচারী একই রকম অবস্থিত এবং সমান এবং তাই, ক-এর মধ্যে কোনো বৈষম্য করা যাবে না বিভাগীয় নিয়োগ এবং একটি সরাসরি নিয়োগে। এ সময় তিনি আরও যুক্তি দেন ২২.১২.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ কার্যকর করা রবীন্দ্রে শ্যাম রাও ওয়াধাই (সুপ্রা) মামলাতে, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড একটি অফিস আদেশ জারি করেছে ১৩.০২.২০১৯ তারিখে সুস্পষ্টভাবে বিভাগীয় অ-নির্বাহীদের বাদ দিয়ে যারা নির্বাহী ক্যাডারে ঙ-১ মানে নির্বাচিত/উন্নতি/নিযুক্ত হয়েছেন ভারসাম্য শৃঙ্খলা উল্লিখিত অফিস আদেশে আচ্ছাদিত নয় এবং যোগ্য ছিল না অ-নির্বাহী থেকে নির্বাহী ক্যাডারে বাছাই/উন্নতি/নিয়োগের জন্য ক্যাডারের প্রয়োজন অনুযায়ী ই-২ মানে। মিঃ মিত্র ভরসা রেখেছিলেন মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের ভারতের ফুড কর্পোরেশন এবং অন্যান্য বনাম আশিস কুমার গাঙ্গুলী এবং অন্যান্য মামলায় একটি সিদ্ধান্তে যা (২০০৯) ৭ এস সি সি ৭৩৪ তে বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই দাবির সমর্থনে তার চাকরির শর্তাবলী দুটি ভিন্ন উৎস থেকে ভিন্ন হতে পারে না শুধুমাত্র কারণ তারা শুধুমাত্র বিভিন্ন উৎস থেকে নিয়োগ করা হয়েছে।

১০. মিঃ অরুণাভো ঘোষ কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ উকিল মিঃ মিত্রের দাখিলগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিতর্কিত করেছেন। তিনি জমা দেন যে আবেদনকারীদের এক সময়ের ব্যবস্থা হিসাবে ঙ-১ মানে উন্নীত করা হয়েছিল নির্দিষ্ট শর্তে। তিনি জমা দিয়েছেন যে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড ১৩.০২.২০১৯ তারিখের অফিস আদেশ জারি করেছে গণ্য চাকুরীর সুবিধা প্রসারিত করে ২২.০৩.২০১২ তারিখের অফিস আদেশের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থীদের মঞ্জুর করা হয়েছে ওয়েলফেয়ার অফিসার (শিক্ষার্থী), ই-১ মানে ২২.১২.২০১৭ তারিখের মাননীয় হাইকোর্ট কর্তৃক রায় ও আদেশ অনুসারে। ১৩.০২.২০১৯ তারিখের উল্লিখিত অফিস আদেশে অনুচ্ছেদ ৫ এর অন্তর্ভুক্তি, মি. ঘোষ দাবি করেছেন যে আবেদনকারীরা একইভাবে অবস্থিত নয় যেহেতু কল্যাণ কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থী। তাই তিনি তা জমা দেন রিট পিটিশন খারিজ করা উচিত।

১১. পক্ষগুলির জন্য বিজ্ঞ উকিলদের কথা শুনেছি এবং উপকরণগুলির স্থাপন করা

অনুধাবন করেছি৷

১২. নথী প্রকাশ করে যে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ তার ২৫৫তম সভাতে যা ১৭.০৩.২০১০ তারিখে কর্মজীবন বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত হয় ডিপ্লোমা ধারকরা যারা বিস্তারিত আলোচনার পর ক/ক১-এ স্থবির তাদের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী অনুমোদন করেছে।

i) প্রকৌশল ডিসিপ্লিনের সকল ডিপ্লোমা ধারকের পদন্নতি অর্থাৎ, খনন, ই এবং এম, খনন, সিভিল, ই এবং টি, শিল্প প্রকৌশল, কয়লা প্রস্তুতি, ইত্যাদি, যারা টিএন্ডএস শ্রেণি-এ বা এ-১ তে স্থবির হয়ে পড়েছে ১৫ বছরেরও বেশি সময়ে কাট-অফ তারিখের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা, এক বার হিসাবে ঙ-১ মানে ব্যবস্থাপনা।

ii) পদন্নতি তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে যারা টি এবং এস- শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছে এবং টি এবং এস শ্রেণি ক/ক-১-এ ১৫ বছরের পরিষেবা সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ করেছে ৩১.০৩.২০১০

পর্যন্ত। সমস্ত যোগ্য প্রার্থীদের বিবরণ সংগ্রহ করা হবে এবং সেই অনুযায়ী মোকাবিলা করা হবে।

iii) এইভাবে ঙ-১ মানে উন্নীত হওয়া কর্মচারীদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে বর্তমান চাকরির পাশাপাশি পদোন্নতি পদের সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলায় অধস্তন প্রকৌশলী হিসাবে পুনরায় মনোনীত হবে।

iv) পদোন্নতি হওয়া কর্মচারীদের চাকরির শর্ত সি ডি এ বিধিমালা, ১৯৭৮ ( এই পর্যন্ত সংশোধিত হিসাবে) এর বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং সি আই এল-এর নির্বাহীদের জন্য অন্যান্য সমস্ত নিয়ম প্রযোজ্য  হবে।

v) টি এবং এস মান ক/ক ১ এর সঠিক সংখ্যা হতে হবে সংশ্লিষ্ট অন্তর্ভূত কোম্পানি দ্বারা আত্মসমর্পণ এই ধরনের পদোন্নতির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলা যতক্ষণ পর্যন্ত না পদোন্নতি নির্বাহীরা চাকরির জন্য অবসর নেন, পদত্যাগ করেন বা পদোন্নতি পান পরবর্তী উচ্চ স্তরে।

vi) পদগুলি এইভাবে পদোন্নতি করা ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত হতে হবে, যেমন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বরখাস্ত/বিচ্ছেদ/উন্নতি পোস্টটি প্রত্যাবর্তন করা হবে যার ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব টি এবং এস A/A-I মানে।

vii) ই-২ মানে পদোন্নতির জন্য, ব্যক্তিদের অধীনে ঙ-১-এ উন্নীত হয়েছে এই পরিকল্পনাটি ও শর্তাবলী পূরণ করতে হবে সেই বিশেষ শৃঙ্খলার জন্য সাধারণ কয়লা ক্যাডারে অর্থাৎ, লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাত্কারের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে: অন্যান্য যোগ্য প্রার্থীদের সাথে।

viii) নিয়মিত বিভাগীয় পদন্নতি সাপেক্ষে, সতর্কতা এবং নিরাপত্তা ছাড়পত্র

ix) ঙ-১ মানে পদোন্নতি হলে, অ-নির্বাহীদের বহাল রাখা হবে সহায়ক প্রতিষ্ঠানে। তবে এসব কর্মচারীকে বদলি করা হবে অধনস্ত থেকে যখন তারা লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে নির্বাচিত হলে ঙ-১ হওয়ার জন্য ।"

১৩. পূর্বোক্ত রেজোলিউশন থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে এটি বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ যে সমস্ত ডিপ্লোমাধারী ইঞ্জিনিয়ারিং শৃঙ্খল যারা টি এবং এস মান ক বা A১ এর জন্য স্থবির হয়ে আছে ১৫ বছরের বেশি সময় কাটানোর তারিখ হিসাবে ঙ-১ মানে পদোন্নতি করা হবে একটি "এক সময়ের ব্যবস্থা" হিসেবে। পদগুলো হবে বলেও সিদ্ধান্ত হয় এইভাবে পদোন্নতি করা ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত, যেমন, বরখাস্ত/বিচ্ছেদ/ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পদোন্নতি ক/ক১ মান টি এবং এস শ্রেণিতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে যেমনটি হতে পারে। ই-টু পদে পদোন্নতির জন্য আরও সিদ্ধান্ত হয় এই ঙ-১, প্রকল্পের অধীনে পদোন্নতি হওয়া ব্যক্তিদেরও মান করতে হবে যে নির্দিষ্ট জন্য সাধারণ কয়লা ক্যাডারে নির্ধারিত শৃঙ্খলা শর্ত পূরণ করতে হবে অর্থাৎ, লিখিত এবং সাক্ষাতকারের পরীক্ষা যোগ্যতা অর্জন অন্যান্য যোগ্য প্রার্থীর সাথে।

১৪. সকল ডিপ্লোমাধারী ইঞ্জিনিয়ারিং এ শৃঙ্খল অনুযায়ী পদোন্নতি করার প্রস্তাবের অনুমোদন অনুসারে যারা টি এবং এস মান ক/ক ১-এ স্থবির ছিল এককালীন ব্যবস্থা হিসাবে ঙ-১ মান থেকে ১৫ বছরেরও বেশি সময়ে, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড ১৬.০৪.২০১০ তারিখে একটি অফিস আদেশ জারি করেছে যাতে এটির অধীনস্থদের পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হয় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত নথি অনুসারে।

(১) কর্মচারীদের বিষয়ে সম্পূর্ণ বিবরণ, শৃঙ্খলা অনুসারে পরিশিষ্ট ক-তে বিন্যাস,

(২) পরিশিষ্ট খ অনুযায়ী কর্মচারীর ঘোষণা,

(৩) প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক ডিপ্লোমার অনুলিপি যা অন্তস্ত নিজস্ব র বিভাগের প্রধান দ্বারা যথাযথভাবে সত্যায়িত।

১৫. এর পরে, ২২.০৩.২০১২ তারিখের একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়েছিল যার মাধ্যমে এটি সিদ্ধান্ত হয়েছে যে সব শাখার ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থী নিয়োগ করা হবে প্রথম বছরে ই-২ মানের মধ্যে এবং পরে তাদের ই-৩ মানে রাখা হবে এক বছরের প্রশিক্ষণের সফল সমাপ্তির পরে। উক্ত সার্কুলারকে বিরোধ করা হয় বিভাগ ই-১ মানে কর্মী/কল্যাণ কর্মকর্তাদের অনুরোধে একটি রিট পিটিশনের মাধ্যমে। একক বিচারপতি দ্বারা পাস করা আদেশকে বিরোধ করে একটি আপিল পছন্দ করেন এবং মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চর

কর্তৃক ২২.১২.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশে এই সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৩০.০১.২০১২ তারিখে গৃহীত পরিচালনা পর্ষদের প্রস্তাব দ্বারা এবং যোগাযোগ করা হয়েছে ২২.০৩.২০১২ তারিখের অফিস আদেশ দ্বারা প্রযোজ্য বলে গণ্য হবে একই তারিখ থেকে এবং একই পদ্ধতিতে উল্লিখিত আদেশের সুবিধাভোগীরা যেহেতু এটি ই-১ ক্যাডারে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য প্রযোজ্য করা হয়েছে।

১৬. ২২.১২.২০১৭ তারিখের উল্লিখিত আদেশ অনুসারে, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড ০৬.১২.২০১৮ তারিখের অফিস আদেশ জারি করেছে, বলা হয়েছে যে বিভাগীয় অ-নির্বাহী যারা কর্মকর্তার পদে পদোন্নতি/নিযুক্ত হয়েছে নির্বাহী নির্বাহী ক্যাডারে ই-১ মানের প্রশিক্ষণার্থী এর জন্য এবং কারা রিট আবেদনকারী ছিলেন উল্লিখিত রিট পিটিশন পদোন্নতি করা হয়েছে এবং সেগুলি ০৫.০৬.২০১২ থেকে ই-২ মানে পদোন্নতি/নিযুক্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং তার পর থেকে এক বছরের প্রশিক্ষণ সফলভাবে সমাপ্ত করার পরে তাদের ই-৩ মানে রাখা হবে এবং তাদের বেতন যথাযথভাবে ধারনাগতভাবে নির্ধারিত হবে ২২.০৩.২০১২ তারিখের অফিস আদেশের শর্তাবলী দ্বারা।

১৭. তারপরে, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড ১৩.০২.২০১৯ তারিখে একটি অফিস আদেশ জারি করে। যেহেতু রিট আবেদনকারীরা সেই অফিসের অনুচ্ছেদ ৫ বাতিলের জন্য প্রার্থনা করেছেন, অফিস আদেশ এবং উত্তরদাতাদের উপর একটি নির্দেশ বাড়ানোর জন্য তাদের অনুরূপ সুবিধা উল্লিখিত অফিস আদেশ এখানে নিষ্কাশন করা হয়-

## অফিস আদেশ

কলকাতার মাননীয় হাইকোর্টের ২২.১২.২০১৭ তারিখের আদেশ অনুসারে ২০১৭/ ডাবলু. পি -এর এ পি ও নং ৩৬৮-এ ২০১৫ এর নং ১০৬৪ (আরএস ওয়াধাই এবং ওরএস বনাম সিআইএল এবং অন্যান্য) এবং ডাবলু. পি-তে ০৫.০২.২০১৮ তারিখের আদেশ নং ১৪২১২ (ডাবলু), ২০১২ (গিরিধারী মন্ডল ও অন্যান্য বনাম ইউ ও আই এবং অন্যান্য) এবং ডাবলু. পি. নং ১১০৪৪ (ডাবলু) ২০১২ (অরুণ কুমার সিং ও অন্যান্য বনাম ইউ ও আই এবং অন্যান্য) প্রদত্ত চাকরির যা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থী দেরকে দেওয়া হয়েছিল ২২.০৩.২০১২ তারিখের অফিস আদেশ নং সি আই এল/সি-৫এ(পি সি)/সি সি সি/৪২ এর মাধ্যমে

এতদ্বারা বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য বর্ধিত করা হয় অভিন্নতা বজায় রাখার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে:

১. বিভাগীয় প্রার্থী যারা অ-নির্বাহী থেকে নির্বাহী ক্যাডার থেকে কল্যাণ কর্মকর্তা (শিক্ষানবিশ) পদে নির্বাচিত/উন্নতি/নিযুক্ত হয়েছেন ই-১ মানে ০১.০১.২০০৭ থেকে আজ পর্যন্ত তাদের নির্বাচন/উন্নতি/নির্বাহী ক্যাডারে নিয়োগের তারিখ থেকে ই-২ মানে রাখা হয়েছে এবং পরবর্তীতে তাদের ই-৩ মানে রাখা হয়েছে বলে মনে করা হবে ১ বছরের প্রশিক্ষণ সময়কাল সফলভাবে সমাপ্তির তারিখ থেকে।

২. যারা ক্যাডার পরিকল্পনা অনুসারে নির্বাচন/উন্নয়ন/নিযুক্তির অধীনে ই-২ মানে নির্বাচিত/পদোন্নত/নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ০১/০১/২০০৭ হতে পরে কোন সময় ই-২ মানে এক বছর সফলভাবে পরীক্ষা প্রারম্ভ করার পর কর্তৃক কর্মসূচি অনুসারে অ-কার্যনির্বাহী থেকে কার্যনির্বাহী ক্যাডারে উন্নয়ন পায়ে ছিলেন সেই বিভাগীয় প্রার্থীদেরকে ই-৩ মানে নিয়োজিত হিসেবে গণ্য করা হবে যে কোনও সময় ই-২ মানের এক বছর প্রয়োজনীয় সফলভাবে পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির তারিখ হতে।

3. তাদেরকে ই-২ এবং ই-৩ মানে মনোনীত সম্মান এবং মনোনীত বেতন নির্ধারণ তারিখ হতে দেওয়া হবে।

4. এই পুনর্গঠন এবং মনোনীত বেতন নির্ধারণের কারণে কোনও পিছু বেতন পরিশোধ করা হবে না।

5. উপরোক্ত মনোনীত স্থানান্তর, পুনর্গঠন এবং মনোনীত বেতন নির্ধারণের আবশ্যকতা উপরে উল্লিখিত অধিপত্য গুলি নয়, যাদের নির্বাচিত/পদোন্নত/নিযুক্তি করা হয়েছিল ই-১ মানে কর্মনির্বাহী ক্যাডারে ব্যালেন্স ডিসিপ্লিন অনুসারে এবং যারা ক্যাডার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ই-২ মানে কর্মনির্বাহী ক্যাডারে নির্বাচন/উন্নয়ন/নিযুক্তির যোগ্য ছিলেন না।

৬. এটি অভ্যন্তরীণ সি আই এল-এর অফিস আদেশ নং/- ()/ ডাবলু পি নং ১০৬৪

২০১৫/২০১৮/১৩৮৯, ০৬.১২.২০১৮ তারিখের এবং ১৬৫৮, ০৪.০২.১৯ তারিখের।

এটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে জারি করা "

১৮. রিট আবেদনকারীরা দাবি করেছেন যে উপ-প্রকৌশলীদের এবং কল্যাণ কর্মকর্তাদের প্রাথমিকভাবে অ-নির্বাহী ক্যাডারে ছিলেন এবং পরবর্তীতে ই-১ মানে উন্নতি/উন্নয়ন পেয়েছিলেন। সুতরাং, রাইট আবেদনকারীরা কল্যাণ কর্মকর্তাদের সমান অবস্থানে রয়েছেন এবং সমানভাবে চিন্তিত হওয়া উচিত।

১৯. মিত্র সাহেব আলোচনা করবেন যে, ১৩.০২. ২০১৯ তারিখের অফিস আদেশে অনুমোদন ৫ এর অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এক গ্রুপের মধ্যে একটি উপশ্রেণীর সৃষ্টির সময় তার আদালতের তিন বিষয়ে অভিযোগ করা হয়, এবং তাই সমস্যার অনুশীলনের অন্তর্ভুক্তি এই তাত্ত্বিক অসম্মতি এবং ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ এর লঙ্ঘন করে। রাইট আবেদনকারীরা দাবি করেন যে, তারা অফিস অর্ডারের ১৩.০২.২০১৯ তারিখের অধীন কল্যাণ কর্মকর্তাদের ই-১ মানে অনুমোদন করা হয়েছিল, এবং সুতরাং তাদেরও তাদেরও কল্যাণ কর্মকর্তাদের জন্য যে মনোনীত স্থানান্তর সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার সুবিধা পেতে হবে।

২০. কোয়াল ইন্ডিয়া লিমিটেডের বোর্ড অব ডিরেক্টরদের ২৫৫তম সভার সমাধানের বিবরণ থেকে প্রমাণিত যে, ১৭.০৩.২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত এ সংক্রান্ত এই সমস্যার উপর চিন্তা নেওয়া হয়েছিল যে, যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক ডিপ্লোমা ধারী যারা A/A1 মানে বহুদিন অবস্থান করছিলেন, তাদের ক্যারিয়ার উন্নয়ন বিষয়ক বিচার করা হয়েছিল এবং একবারের ব্যবস্থা হিসাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, ঐ ডিপ্লোমা ধারী কর্মচারীদের যাদের A/A1 মানে ১৫ বছরের বেশি সময় অবস্থান করছিল, তাদেরকে ই-১ মানে উন্নয়ন করা হবে। এছাড়াও এই সিদ্ধান্ত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, উন্নয়ন পেয়ে ই-১ মানে যাওয়া কর্মচারীরা বর্তমান কাজ চালিয়ে যাবেন এবং উন্নয়নকৃত পোস্টের কাজ করবেন এবং উন্নয়নকৃত কর্মচারীদের সেবা শর্তাদি হবে সিডিএ নিয়ম ১৯৭৮ এবং কোয়াল ইন্ডিয়া লিমিটেডের কর্মকর্তাদের সমস্ত প্রযোজনীয় বিধি প্রযোজ্য। এর ছাড়াও এটি নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, ই-২ মানে পদোন্নতির জন্য ঐ পরিস্থিতিতে একবারের একটি ব্যবস্থার অধীনে ই-১ মানে উন্নয়নকৃত ব্যক্তিদেরও সাধারণ কয়লা সংস্করণের জন্য শর্ত পূরণ করতে হবে, অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউতে অন্য যোগ্য প্রার্থীদের সঙ্গে যোগ্যতা স্থির করতে হবে।

২১. স্বীকৃতভাবে, আবেদনকারীরা নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্য একটি ঘোষণা প্রদান করেছেন নির্বাহী ই-১ মানে উন্নীত হতে-

1. আমি আমার বর্তমান কাজ করতে থাকবো এবং আমার পদোন্নতির কাজের সাথে, পরে আমার ই ১ মান এ পদোন্নতির পর।

2. আমার সেবা শর্তাদি হবে কনডাক্ট, ডিসিপ্লিন এবং অ্যাপীল রুলস, ১৯৭৮ এর অনুমোদনের মধ্যে আমার পরবর্তী উন্নয়নের সময়।

3. আমার E1 মান থেকে পরবর্তী ক্যারিয়ার উন্নয়ন হবে নির্দিষ্ট বিষয়ক ক্যাডার স্কিমের শর্তানুযায়ী, অর্থাৎ কমন কোয়াল ক্যাডারের অনুমোদিত প্রার্থীদের সঙ্গে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ উত্তীর্ণ করতে হবে।

২২. অতএব, আবেদনকারীদের উন্নীতকরণ ই-১ মানে পূর্বোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে।

২৩. এই পর্যন্ত উল্লেখ করতে ব্যতিত নয় যে, ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক ডিপ্লোমা হোল্ডারদের উন্নয়নটি ক/ক-১ অ- নির্বাহী মান থেকে ই-১ মানে একবারের সমঝোতা ছিল।

২৪. রিট আবেদনকারীরা স্বীকার করার পরে যে তার চাকরির শর্ত তাদের পরবর্তী আপমানেশনের ক্ষেত্রে আচরণ, শৃঙ্খলা এবং আপীল বিধি ১৯৭৮ এর বিধান দ্বারা পরিচালিত হবে এবং এছাড়াও ই-১ মান থেকে তাদের আরও কর্মজীবনের বৃদ্ধি ক্যাডারে নির্ধারিত শর্ত অনুসারে হবে সাধারণ কয়লা ক্যাডার অনুযায়ী নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার জন্য প্রকল্প, যেমন, লিখিত পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করুন এবং অন্যান্য যোগ্য প্রার্থীদের সাথে সাক্ষাত্কারটি এখন ঘুরতে পারে না এবং লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাত্কারে যোগ্যতা অর্জন না করেই তাদের ই-২ মানে উন্নীত হতে হবে।

২৫. এটি রিট পিটিশনকারীদের যুক্তি হল যে তারা নির্ধারিত ঘোষণাপত্রে তাদের সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছিল ই-১ মানে উন্নীতকরণ। নিম্নলিখিত কারণে এই ধরনের বিরোধ এই আদালতে গ্রহণযোগ্য নয়।

২৬. রেকর্ড থেকে প্রতীয়মান হয় যে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমাধারীরা ডিসিপ্লিন, যারা টি এবং এস মান ক/ক1 তে ১৫ বছর বা তার বেশি পরিষেবা সম্পন্ন করেছে তাদের এককালীন

ব্যবস্থা হিসাবে অধস্তন প্রকৌশলী হিসাবে ই-১ মানে আপমান করা হয়েছে, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের কর্তৃপক্ষের সামনে একটি প্রতিনিধিত্ব জমা দিয়েছে এবং এই ধরনের প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করে কয়লা ইন্ডিয়া লিমিটেড ৩১.০৫.২০১৩ তারিখের অফিস আদেশের মাধ্যমে অধস্তন প্রকৌশলীদের অ- নির্বাহী ক্যাডারে তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে অপরিবর্তনীয়ভাবে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে। কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের দ্বারা এমন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, আবেদনকারীরা তাদের প্রত্যাবর্তনের বিকল্প ব্যবহার করেননি অ-নির্বাহী ক্যাডারে তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে ফিরে যান। তাই, এই আদালতের বিবেচনায় রিট আবেদনকারীরা ই-১ মানে উন্নীতকরণ গ্রহণের পক্ষে সচেতন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুতরাং, রিট পিটিশনকারীদের অভিযোগ যে তারা ই-১ মানে উন্নীতকরণ গ্রহণের জন্য তাদের সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছিল তা কোন সারবত্তা ছাড়াই এবং তাই এই আদালত কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

২৭. ২০১১ সালের ডাবলু পি নং ৭৬৬ হওয়ায় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের অ্যাসোসিয়েশনের দায়ের করা একটি রিট পিটিশনে অনুরূপ একটি বিষয় বিবেচনার জন্য পড়েছিল। উল্লিখিত রিট পিটিশনে একটি ঘোষণা প্রার্থনা করা হয়েছিল যে উন্নয়ন করা ই-১ মানের নির্বাহীদের লিখিত পরীক্ষা দেওয়া যাবে না এবং ই-২ মান এক্সিকিউটিভদের পদোন্নতির জন্য সাক্ষাৎকার। ২২.১২. ২০১০ তারিখের অফিস আদেশকে ই-২ মানে উন্নীত করার জন্য আপমান করা ই-১ মান এক্সিকিউটিভদের জন্য লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত করার জন্য একটি প্রার্থনাও করা হয়েছিল। বিজ্ঞ একক বিচারক কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন যে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের কেসটি বিবেচনা করার জন্য যারা নির্বাহী ই-১ মানের পদে উন্নীত হয়েছে এবং জ্যেষ্ঠতা-কাম-মেরিট পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং যখন তারা লিখিত পরীক্ষায় বসার জন্য পীড়াপীড়ি না করে বিবেচনা ও পদোন্নতির আওতা তে আসবে।

২৮. "পদপ্রাপ্তদের যোগ্যতার পার্থক্য রয়েছে। আই.টি.আই. সার্টিফিকেটধারীরা ক এবং ক/১ নন-এক্সিকিউটিভ ক্যাডার থেকে ই-১ ক্যাডারে যেতে পারতেন; যেখানে ডিপ্লোমা-ধারীদের লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি ইন্টারভিউ সাপেক্ষে ক্লিয়ারিং সিলেকশন টেস্টে ই-২ ক্যাডারে উন্নীত করা হবে। কেবলমাত্র তাদের ই-১ মানে উন্নয়ন করার মাধ্যমে, যে

রাইডার তাদের ই-২ মানে আরও পদোন্নতির বিষয়ে বিরাজ করছিল তাকে কখনই বিদায় দেওয়া হয়নি বা যেকোন উপায়ে কমন কয়লা ক্যাডার স্কিমের অংশ হিসাবে তৈরি করা হয়নি। কমিটির পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা গৃহীত সুপারিশগুলিতে একই কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল CIL এবং তার ভিত্তিতে, উন্নয়ন করা হয়েছিল এবং আন্ডারটেকিং/ঘোষণা এই ধরনের আপমান করা দায়িত্বশীলদের দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিল। বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাদের এই উন্নয়ন ক্যাডার দেওয়া হয়েছে। যদিও এই সময় পর্যন্ত তারা পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তারপরে পদগুলিকে নন-এক্সিকিউটিভের মূল ক্যাডারে ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের দ্বারা ধারণ করা পোস্টগুলি ব্যক্তিগত এবং পরবর্তীতে রাইডার সফলভাবে প্রবেশন মেয়াদ শেষ করেছে। সুতরাং কল্পনার সীমাবদ্ধতা ছাড়াই বলা যায় যে, যেকোনো সময়ে এই ধরনের ডিপ্লোমাধারীদেরকে বাছাই পরীক্ষা ছাড়াই ই-২-এর নির্বাহী ক্যাডারে জ্যেষ্ঠতা-কামতার ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে উন্নীত করার কোনো অধিকার দেওয়া হয়েছিল, যেমন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ক্লিয়ারিং ইন্টারভিউ। তাই তারা এ ধরনের কোনো অধিকার দাবি করতে পারে না। আরোপিত শর্তকে কোনোভাবেই স্বেচ্ছাচারী বলা যাবে না তবে এই ধরনের শর্ত আগেও বলা হয়েছিল এবং উন্নয়ন রয়ে গেছে। এক্সিকিউটিভ পোস্ট এবং অধিষ্ঠিত করার জন্য উপযুক্ততা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর উপযুক্ততা লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমেও নির্ণয় করা যেতে পারে। এর রাইডার বাছাই পরীক্ষা এবং সাক্ষাত্কারকে বলা যাবে না এ ধরনের পরীক্ষা ছাড়াই ই-১ ক্যাডারে উন্নীত হওয়া কর্মচারীদের ই-২ ক্যাডারে পদোন্নতির জন্য অযৌক্তিক শর্ত। ই-১ ক্যাডারের অর্পিত কিছু কাজ ছাড়াও নন-এক্সিকিউটিভ ক্যাডারের আপমানেশনের পরেও তারা যথেষ্ট পরিমাণে তাদের দায়িত্ব পালন করছে ই-২ ক্যাডারের উচ্চতর পদে তাদের সাধনাকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের বাছাই পরীক্ষার আরও রাইডারের অধীন করে, আরোপিত রাইডারকে অযৌক্তিক বলা যাবে না বা অনুচ্ছেদ ১৪ লঙ্ঘনকারী উপমা বা স্বেচ্ছাচারিতা থেকে ভুগছেন ভারতের সংবিধান। এই ধরনের পদের জন্য নির্বাচন পরীক্ষা এবং সাক্ষাত্কারের আয়োজন উপযুক্ততা বিচার করার জন্য উপযুক্ত প্রয়োজন।"

২৯. মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে ডিপ্লোমা হোল্ডারদের নন-এক্সিকিউটিভ ক্যাডারের জন্য ই-১ মানে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ডিপ্লোমাধারীদের ইঞ্জিনিয়ারদের কোন অধিকার দেওয়া হয়নি। পদোন্নতির মাধ্যমে জ্যেষ্ঠতা-কাম-মেধার ভিত্তিতে ই-২-এর নির্বাহী ক্যাডারে পদোন্নতি করা হবে, যেমন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং সাক্ষাত্কারে উত্তীর্ণ হওয়া।

৩০. ২০১২ সালের এ পি ও টি ৩৩১-এ ১২.০২.২০১৩ তারিখের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের রায়টি সম্পূর্ণভাবে হাতে থাকা মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং উল্লিখিত সিদ্ধান্তটি প্রয়োগ করে, এই আদালত মনে করে যে আবেদনকারীরা যোগ্যতা ছাড়াই ই-২ মানে উন্নীত হওয়ার দাবি করতে পারবেন না লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ ক্লিয়ারিং।

৩১. মিঃ মিত্র দাবি করবেন যে অধস্তন প্রকৌশলী এবং কল্যাণ কর্মকর্তারা, উভয়েই নন-এক্সিকিউটিভ ক্যাডার থেকে এক্সিকিউটিভ ই-১ মানে উন্নীত হচ্ছেন এবং সেই কারণে, অধস্তন প্রকৌশলী হওয়ায় আবেদনকারীদের সাথে সমান আচরণ করতে হবে কল্যাণ কর্মকর্তাদের যে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে যেহেতু কল্যাণ কর্মকর্তারা ২২.০৩.২০১২ তারিখের অফিস আদেশের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য মঞ্জুরি হিসাবে গণ্য প্লেসমেন্টের সুবিধা বাড়ানো হয়েছিল, তাই আবেদনকারীদের একই মেয়াদ বাড়ানো হবে।

৩২. কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড তার প্রতিপক্ষের হলফনামায় বিশেষভাবে বলেছে যে বিভাগীয় প্রার্থীরা যারা অ- নির্বাহী থেকে ই-১ মানে ওয়েলফেয়ার অফিসার (শিক্ষার্থী) পদে নির্বাচিত হয়েছেন তারা নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে নির্বাহী ক্যাডারে নির্বাচিত হয়েছিল কমন কয়লা ক্যাডারে অর্থাৎ, লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাত্কারে যোগ্যতা অর্জনের পরে যেখানে আবেদনকারীদের নির্বাচন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করেই ই-১ মানে উন্নীত করা হয়েছিল। কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের এই ধরনের ইতিবাচক দাবি পিটিশনকারীর দ্বারা বিশেষভাবে অস্বীকার করা হয়েছে বলে মনে হয় না। এই ব্যতীত আবেদনকারীরা এই আদালতকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোনও উপাদান উপস্থাপন করেননি যে নন-এক্সিকিউটিভদের যোগ্যতা ছাড়াই ই-১ মানে কল্যাণ কর্মকর্তা (শিক্ষানবী) হিসাবে উন্নীত করা হয়েছিল লিখিত পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার ছাড়াই।

৩৩. এর পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত শ্রী মিত্রর দাখিল গ্রহণ করতে আগ্রহী নয় যে বলেছেন যে আবেদনকারীরা একইভাবে কল্যাণ অফিসার (শিক্ষানবী) মতোই অবস্থিত। তাই রবীন্দ্র শ্যাম রাও ওয়াধাই (সুপ্রা) এ সিদ্ধান্ত এই মামলা প্রয়োগ করা যাবে না।

৩৪. রবীন্দ্র শ্যাম রাও ওয়াধাই (সুপ্রা) এ ২২.১২.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশ কার্যকর করার জন্য ১৩.০২.২০১৯ তারিখের অফিস আদেশ জারি করা হয়েছিল৷ পূর্বোক্ত কারণে, ২২.১২.২০১৭ তারিখের অফিস আদেশের অনুচ্ছেদ ৫ কে স্বেচ্ছাচারী, বৈষম্যমূলক এবং ভারতের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন বলা যাবে না। এই আদালতেরও বিবেচিত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যে স্থির চাকুরীর সুবিধা যা ই-১ মানে কল্যাণ অফিসারদের (শিক্ষার্থী) আবেদনকারীদের জন্য প্রসারিত করা হয়েছিল।

৩৫. আশিস কুমার গাঙ্গুলী (সুপ্রা) এর মধ্যে যে বিষয়টি বিবেচনার জন্য পড়েছিল তা হল কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বদলি হওয়া কর্মচারীরা এবং যেসব ডেপুটেশনিস্টরা বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়েছিলেন তারা কিনা। এই ইস্যুতে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে বিভিন্ন উত্স থেকে কর্মচারীদের চাকরির শর্তগুলি ভিন্ন হতে পারে না কারণ তারা বিভিন্ন উত্স থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে যে কর্মচারীদের উভয় সেট একই প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। হাতে থাকা মামলায়, এই আদালত ইতিমধ্যেই ধরে রেখেছে যে আবেদনকারীরা তাদের ই-২ মানে পদোন্নতির শর্তগুলি মেনে নেওয়ার পরে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনিদের উপর ওয়েলফেয়ার অফিসারদের (শিক্ষার্থী) মতো ডিমড প্লেসমেন্ট দাবি করতে পারবেন না। অতএব, রিপোর্ট করা সিদ্ধান্ত আবেদনকারীর সাহায্যে আসতে পারে না।

৩৬. তদনুসারে, রিট পিটিশন ব্যর্থ হয় এবং একই খারিজ হয়ে যায়। সেখানে যাইহোক, খরচ হিসাবে কোন আদেশ হবে না।

৩৭. জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, আবেদন করা হলে, পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে।

**(বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য)**

## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

## দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।